শিক্ষানীতির খসড়ায় বানান ও বাক্যে ভুল

সময় নিয়ে সুদূরপ্রসারী নীতি প্রণয়নের আহ্বান

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

তাড়াহুড়ো না করে আরও সময় নিয়ে সুদূরপ্রসারী ও দীর্ঘস্থায়ী শিক্ষানীতি প্রণয়নের আহ্বান জানিয়েছে শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট। গতকাল শনিবার শিক্ষানীতিবিষয়ক এক সেমিনারে অংশ নেওয়া শিক্ষকেরা এ আহ্বান জানান।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট গতকাল ইনস্টিটিউটের প্রশিক্ষণকক্ষে দুই দিনব্যাপী বিশেষ সেমিনারের আয়োজন করে। সেমিনারের প্রথম দিন খসড়া নীতিমালার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা, বয়স্ক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাসহ ১১টি বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। এসব বিষয় নিয়ে অতীতে কাজ করেছেন—এমন অভিজ্ঞ শিক্ষকেরা সেমিনারে তাঁদের মতামত দেন। আয়োজকেরা জানান, দুই দিনের আলোচনা শেষে ১৪ অক্টোবর সরকারের কাছে তাঁদের প্রস্তাব তুলে ধরা হবে।

খসড়া শিক্ষানীতির দুর্বলতার দিকগুলো উল্লেখ করে শিক্ষকেরা বলেন, 'সেখানে মাদ্রাসা, সাধারণ ও ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষাব্যবস্থার কথা বলে বৈষম্য করা হয়েছে। আবার ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষার্থীরা এ দেশের কোনো কিছু পড়বে কি না, সে সম্পর্কেও কিছু বলা হয়নি। দেশের সাক্ষরতা, অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা, শিক্ষাক্রম ও শিক্ষকদের সম্পর্কে স্পষ্ট করে কিছু বলা হয়নি। বিভিন্ন শ্রেণীতে মাদ্রাসা, সাধারণ ও কারিগরি শিক্ষার মধ্যে ব্যাপক বৈষম্য রয়েছে। কেউ ১২০০ নম্বরের পরীক্ষা দেবে, আবার কেউ ১৫০০ নম্বরের পরীক্ষা দেবে। খসড়া নীতিমালায় অসংখ্য বানান ও বাক্য গঠনে ভুল রয়েছে।'

সেমিনারে ইকবাল আজিজ মুত্তাকী, আবু হামিদ লতিফ, আবুল এহসান ও আবদুল আউয়াল খান পৃথকভাবে সঞ্চালনা করেন। স্বাগত বক্তব্য দেন জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০৯ সেমিনার কমিটির আহ্বায়ক আবদুল মালেক। সভাপতিত্ব করেন শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক সালমা আখতার। অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা তাঁদের মতামত তুলে ধরেন।

অর্থনীতি শিক্ষক সমিতির সভা

বাংলাদেশ অর্থনীতি শিক্ষক সমিতির আয়োজনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০৯-এর ওপর এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন সমিতির সভাপতি এ টি এম জহুরুল হক। বক্তারা বলেন, উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা পরিকল্পনার প্রয়োজন, অথচ শিক্ষানীতিতে এ বিষয়ে কোনো সুপারিশ নেই। আলোচনায় অংশ নেন জহুরুল ইসলাম শিকদার, আজিজুর রহমান, মনজুরুল হক, আশরাফ উদ্দিন চৌধুরী, এম এ জলিল, সরদার সৈয়দ আহমেদ, আফরোজা বেগম, রেজাউল করিম, ইদ্রিস আলী প্রমুখ।